বাপ্তিস্ম

"যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে" *মার্ক ১৬:১৬*

বাইবেল বেসিকস্ ঃ লিফলেট ১

বাপ্তিস্ম

বাপ্তিস্ম বাইবেলের একটা মৌলিক শিক্ষা (ইব্রীয় ৬:২)। প্রকৃত বাপ্তিস্ম তখনই গ্রহণ করা সম্ভব যখন সুসমাচার অনুসারে প্রকৃত সত্যকে কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে বাইবেল যে মহান প্রত্যাশা দেয় তার সঙ্গী হতে হলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা অনিবার্য।

কারণ যিহূদীদের মধ্যে হইতেই পরিত্রাণ (যোহন ৪ :২২) একথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পরিত্রাণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র অব্রাহাম ও তার বংশের কাছেই করা হয়েছিল। আর আমরা কেবল তখনই আব্রাহামের সেই বংশের অন্ত র্ভুক্ত হতে পারি যখন আমরা খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি। (গালাতীয় ৩:২২-২৯)।

এজন্য যীশু তাঁর অনুসারীদের পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন–

> "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুমসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রান পাইবে" (অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞায় যা বলা হয়েছে– গালাতীয় ৩:৮) মার্ক ১৬:১৫-১৬।

বাপ্তিস্মে - নতুন এক জীবন শুরু

শুধুমাত্র সুসমাচারে বিশ্বাসই আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে না; আর বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার বিষয়টি কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয় যে, বাপ্তিস্ম নিলাম কি নিলাম না – তাতে কি এসে যায় না। আসলে বাপ্তিস্ম নেওয়াটা পরিত্রাণের জন্য অনবির্য একটি কাজ। একবার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্যতায় জীবন যাপন করা আবশ্যক। যীশু এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব দান করে বলেছেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না" (যোহন ৩:৫)।

জলে জন্ম লাভ করা বলতে 'বাপ্তিস্ম' বোঝায়; এর পর বাপ্তিস্ম গ্রহণকারী অবশ্যই আত্মায় নতুন জন্ম লাভ করবেন। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, "...ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ" (১ম পিতর ১:২৩)। আর এভাবেই ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে তাঁর বাক্যের নির্দেশনায় অবিরত পথ চলার মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর আত্মায় পুনজন্ম লাভ করি।

খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা

আমরা খ্রীষ্টেতে বাপ্তাইজিত হয়েছি (গালাতীয় ৩:২৭) তাঁরই নামে (প্রেরিত ১৯:৫, ৮:১৬, মথি ২৮:১৯)। লক্ষ্য করুণ, আমরা বাপ্তাইজিত হয়েছি খ্রীষ্টেতে খ্রীষ্টাডেলফিয়ান কিংবা অন্য কোন মানুষের সংগঠনে নয়। বাপ্তিস্ম গ্রহণ ছাড়া আমরা কখনই "খ্রীষ্টেতে" হতে পারি না এবং ফলশ্রুতিতে রক্ষাকারী বাক্য দ্বারা আবৃত হতে পারি না (প্রেরিত ৪:১২)

প্রকৃত বিশ্বাস বাপ্তিস্ম গ্রহণে বাধ্য করায়

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বর্ণনাকারী প্রেরিত পুস্তক দেখায় যে, বাপ্তিস্মের গুরুত্ব কতখানি এবং লোকেরা সুসমাচার গ্রহণ করার পর পরই কিভাবে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল তার ওপরও জোর দিয়েছে (যেমন প্রেরিত ৮:১২,৩৬-৩৯পদ, ৯:১৮, ১০:৪৭; ১৬:১৫)। এই গুরুত্বদানের বিষয়টি আমাদের কাছে তখনই বুঝতে সহজ হয় যখন আমরা এটা বুঝতে পারি যে, বাপ্তিস্ম ছাড়া সুসমাচার সম্পর্কে শুধু শিক্ষা লাভ করা বৃথা।

ভয়ংকর এক ভূমিকম্পের মাধ্যমে ফিলিপী নগরীর প্রকাণ্ড কারাগারের মজবুদ দরজাগুলি সব ভেঙ্গেচুরে খুলে যাওয়ায় কারারক্ষকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, সে ভয়ে আত্মহত্যা করতে চাইল। কারণ কারাবন্দীদের সহজে পালিয়ে যাবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল – যার ফলে সমস্ত দোষ পড়ত ঐ কারারক্ষকের ওপর, এজন্য হয়ত তাকে জীবন দিতে হতো, কিন্তু প্রেরিতদের কাছ থেকে পাওয়া সুন্দর ব্যবহার ও সুসমাচার তার কাছে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিল যে কারণে সেই কারারক্ষক "...সেই দণ্ডেই সে তাহাদিগকে লইয়া... সকল লোক অবিলম্বে বাপ্তাইজিত হইল" (প্রেরিত ১৬:৩৩)। এই ব্যক্তির এমন দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনা বাপ্তিস্ম গ্রহণে দ্বিধাদন্দে আছে এমন অনেক লোককেই অনুপ্রাণিত করতে পারে। ভয়ংকর সমস্যার মধ্যেও বিশ্বাসের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে কারারক্ষক এ বিষয়টি যথেষ্টভাবে প্রমাণ দিয়েছেন যে, তার ইতিমধ্যেই সুসমাচার সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। এত প্রচন্ড বিশ্বাস এটাই প্রমাণ করে যে কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্য জানার মাধ্যমেই প্রকৃত বিশ্বাস জন্ম লাভ করতে পারে (রোমীয় ১০:১৭, ১৭:১১)

প্রেরিত ৮:২৬-৪০ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিভাবে একজন ইথিওপীয় বড় রাজ কর্মকর্তা যিরুশালেম থেকে ঘসার দিকে মরুভূমির পথে তার রথে যাবার সময় বাইবেল পড়ছিলেন। এসময়ে ফিলিপ তার সাথে দেখা করেন এবং তাকে বাইবেলের ঐ অংশের প্রকৃত অর্থ ও বাপ্তিস্ম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা খুলে বললেন। খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি, এমন মরুভূমি প্রান্তরে বাপ্তিস্ম গ্রহণের নির্দেশ পালন করা কত কঠিন কাজ ছিল। তবে ঈশ্বর কখনই এমন কোন কঠিন নির্দেশ দেন না, যার ফলে কোন কোন লোক শুধু কঠিন বা সমস্যার অজুহাত তুলে ঈশ্বরের কথার বাধ্য না হয়। কারণ, "পথে যাইতে যাইতে তাহারা কোন এক জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন..." আর এভাবেই কঠিন পরিস্থিতিতেও ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা পালনে সাহায্য করেন এবং ইথিওপীয় লোকটি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন (প্রেরিত ৮:৩৬)।

প্রেরিত পৌল যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে এক নাটকীয় দর্শন লাভ করেন, যা তাৎক্ষণিকভাবে তার বিবেককে জাগ্রত করে এবং তিনি যত শীঘ্র সম্ভব "...উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইলে" (প্রেরিত ৯:১৮)। পরবর্তীতে পৌল তার বাপ্তিস্ম গ্রহণের পরের জীবন যাপন সম্পর্কে এভাবে বলেছেন "...আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্ধ্বদিকস্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি" (ফিলিপীয় ৩:৭,৮,১৩,১৪)। এটা মূলতঃ এমন একজন দৌড়বিদ-এর ভাষা যিনি দৌড় প্রতিযোগীতায় চূড়ান্ত বিজয়ের ফিতাটি পার হয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর আমাদের জীবনে মানসীক ও দৈহিক ক্ষেত্রে এই ধরণের একাগ্র মনোনিবেশ থাকা আবশ্যক। এজন্য বাপ্তিস্ম হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্যের পথে পথচলার প্রতিযোগিতার সুচনাপর্ব। এটা শুধু চার্চে ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাধারণ কোন পরিবর্তন নয় কিংবা এমন নয় যে হাল্কা, নিষ্ক্রিয় কোন জীবনে প্রবেশ করা, যেখানে কোন রকমে কতকগুলি সাদামাটা খ্রীষ্টিয় নীতি মেনে চলাই যথেষ্ট। আসলে বাপ্তিস্ম আমাদেরকে প্রতিদিন যীশুর ক্রুশারোপন ও পুনরুত্থান বিষয়ক চলমান একটি অর্থপূর্ণ জীবনযাপনের সাথে যুক্ত করে (রোমীয় ৬:৩-৫)।

পৌলের জন্যে যেমনটি ছিল সত্য তেমনি আমরা যারা সঠিকভাবে বাপ্তিস্ম নিয়েছি তাদের সকলের জন্যও সমান সত্য যে, বাপ্তিস্ম গোটা জীবনের জন্য একটি পরম সিদ্ধান্ত যা কখনও ভোলা যায় না। গোটা জীবনভরই এ বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। শুধুমাত্র ঠুনকো কিছু মানবীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কি আমরা

এতটা নিশ্চিত হতে পারি! এজন্য এই প্রশ্নটির উত্তর খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে ঃ কেন আমাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা উচিত?

কেন আমাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা উচিত?

ব্যাপকভাবে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, বিশেষভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে মাথায় জল ছিটিয়ে দিয়ে বাপ্তিস্ম দেওয়া যায় (যেমন, খ্রীষ্টেইনিং বা খ্রীষ্ট নামকরণ করা)। বাইবেলে বাপ্তিস্মের যে আবশ্যকতা দেখানো হয়েছে এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

গ্রীক শব্দ 'baptizo' বা 'বাপ্তাইজো' অনুবাদ করে ইংরাজীতে 'baptize' করা হয়েছে, যার অর্থ কখনই জল ছিটিয়ে দেয়া নয়; বরং এর অর্থ সম্পূর্ণভাবে কোন তরল পদার্থে ধোয়া ও ডুবিয়ে দেওয়া। ক্লাসিক বা উচ্চমার্গের গ্রীক অর্থ অনুসারে, একটি জাহাজ জলে ডুবে যাওয়া এবং সম্পূর্ণভাবে জলের মধ্যে বাপ্তাইজো হওয়া বা তলিয়ে যাওয়া। একটা কাপড়ের দ্বারাও এর উদাহরণ প্রকাশ করা হয়েছে যে, কাপড়খানি জলে ডুবিয়ে ওঠানোর পর তার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ শুধু রং পরিবর্তন দ্বারা নয় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কাপড়টিকে জলে ডোবানো। আর এভাবে জলে সম্পূর্ণভাবে ডোবানোর দ্বারা বাপ্তিস্মের আসল অর্থ খুজে পাওয়া যায় বা প্রকাশ পায়, যা নিম্নোক্ত পদগুলিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

- "আর যোহনও শালীমের নিকটবর্তী ঐনোনে বাপ্তাইজ করিতেছিলেন, কারণ সেই স্থানে **অনেক জল** ছিল" (যোহন ৩:২৩)
- যীশু যর্দান নদীতে যোহন বাপ্তাইজক এর কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন : "পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে **উঠিলেন**" (মথি ৩:১৩-১৬)। যীশু নদীর জলে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন "অমনি জল হইতে **উঠিলেন**"। যীশু কেন জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন তার একটা বড় কারণ এটা হতে পারে যে, যারা তাকে প্রকৃতই অনুসরণ করতে চায় তারা বাপ্তিস্ম নেবার ক্ষেত্রে "সম্পূর্ণভাবে জলে নিমজ্জিত" হওয়া ছাড়া যেন অন্য কোন পদ্ধতি না অনুসরণ করেন।
- "...আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলমধ্যে **নামিলেন** এবং ফিলিপ তাহাকে বাপ্তাইজ করিলেন। আর যখন তাহারা জলের মধ্যে হইতে **উঠিলেন**... (প্রেরিত ৮:৩৭-৩৮)
- ফলতঃ বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি (কলসীয় ২:১২), যা কেবলমাত্র জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হলেই ঐ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব।
- বাপ্তিস্মের বড় একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, "পাপ ধুয়ে ফেলা" এর প্রতীকটি প্রকাশ করা (প্রেরিত ২২:১৬)। এই পাপ ধুয়ে ফেলার মাধ্যমে পাপ জীবনের পরিবর্তনের আরও অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে প্রকাশিত বাক্য ১:৫, তীত ৩:৫; ইব্রীয় ১০:২২ ইত্যাদি পদে। আর এসব পদগুলিতে পাপ ধুয়ে নতুন জীবনে রূপান্তর ঘটনার প্রতিকী উদাহরণ জলে ডুব দেওয়ার মাধ্যমে বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারাই প্রকাশ করা হয়েছে। যা জল ছিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পুরাতন নিয়মের অনেক উদাহরণ দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈশ্বর জলে ধোয়ার মাধ্যমে পাপ মোচনের বিষয়টিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন (পুরোহিতদের ক্ষেত্রে ঃ লেবীয় ৮:৬; যাত্রা ৪০:৩২; ইস্রায়েলীয়দের ক্ষেত্রে ঃ দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:১১; পরজাতী নামান ঃ ২য় রাজাবলি ৫:৯-১৪ ।

সুতরাং পবিত্র সুসমাচারের বাপ্তিস্ম সম্পর্কিত স্পষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে জলে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে বা নিমজ্জিত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা।

বাপ্তিস্মের অর্থ

জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম নেবার একটা অর্থ হচ্ছে, জলের নীচে ডুব দেওয়া মানে প্রতীকী মৃত্যুতে কবরের মধ্যে প্রবেশ করা– খ্রীষ্টের সাথে তাঁর মৃত্যুতে সাথী হওয়া, যা আমাদের পুর্বের পাপ জীবন ও ভুল ত্রুটির প্রতীকী 'মৃত্যু' কে প্রকাশ করে। আর জল থেকে উঠে আসার অর্থ খ্রীষ্টের সাথে পুণরুত্থিত হওয়া, যা আমাদেরকে খ্রীষ্টের পুনরাগমনের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশার সাথে সংযুক্ত করে। যার ফলে আমরা নতুন এক জীবন যাপন করি। খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা অর্জিত খ্রীষ্টের বিজয়ী জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আমরাও আত্মিকভাবে পাপের ওপর বিজয়ী জীবন-যাপনের সৌভাগ্য অর্জন করি (রোমীয় ৬:৩-৫)।

কারণ কেবলমাত্র খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমেই পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। এজন্য আমরা যদি পরিত্রাণ লাভের মাধ্যমে রক্ষা পেতে চাই তবে উপরের বিষয়গুলির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অনেক বড় বিষয়। খ্রীষ্টের সাথে পুরাতন পাপজীবনের মৃত্যু ও পুনঃরুত্থানের মাধ্যমে নতুন জীবনের পথে চলার এই প্রতীকী অনুষ্ঠানটি কেবলমাত্র জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব-কখনই জল মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বাপ্তিস্ম নেওয়ার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

নতুন জীবনের পথে চলা

বাপ্তিস্মের মাধ্যমে ক্রুশের ওপরে খ্রীষ্টের সাথে আমাদের পুরাতন মনুষ্যের হয় (অর্থাৎ পুরাতন জীবনের) ক্রুশারোপন (রোমীয় ৬:৬)। ঈশ্বর "খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন" বাপ্তিস্মের মাধ্যমে (ইফিষীয় ২:৫)। তবে একথা সত্যি যে, বাপ্তিস্ম নেবার পরও মাংসিক বা মানবীয় প্রকৃতি আমাদের মধ্যে থাকে এবং মাংসিক স্বভাব প্রায়ই আমাদের মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের মাংসিক স্বভাবের ক্রুশারোপনের চলমান প্রক্রিয়াটি শুরু হয় বাপ্তিস্মের মাধ্যমে। যীশু তাঁর অনুসারীদেরকে প্রতিদিন তাঁর ক্রুশ তুলে নিতে ও তাঁকে অনুসরণ করতে বলেছেন, যা সেই কালভেরীর ঘটনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল (লূক ৯:২৩; ১৪:২৭)। খ্রীষ্টের সাথে প্রকৃতই ক্রুশারোপিত হওয়া এতটা সহজ কাজ নয়, এজন্য প্রতিদিন তাঁরই পুনরুত্থানের অসীম শান্তনা ও আনন্দ লাভ করা সম্ভব খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত থেকেই।

খ্রীষ্ট তাঁর "ক্রুশারোপনের পবিত্র রক্ত দ্বারাই আমাদের জন্য শান্তি নিয়ে এসেছেন" (কলসীয় ১:২০, আরও দেখুন ফিলিপীয় ৪:৭, যোহন ১৪:২৭, ২য় করিন্থীয় ১:৫)।

এটা জানার মধ্যে দিয়ে সেই স্বাধীনতাও আসে যে, আমাদের স্বাভাবিক সত্বা বাস্তবিক মৃত্যু বরন করে, এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি পরীক্ষা বা পরিস্থিতির মধ্যে যীশু সম্পূর্ণ সক্রিয়ভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। মহান প্রেরিত পৌলও তার দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবন থেকে এর নানা উদাহরণ তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

> "খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি" (গালাতীয় ২:২০)।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান লাভের মধ্যে দিয়ে কোন ব্যক্তি যেভাবে অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেন, সেভাবে তিনি খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সহভাগী হবারও প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী হবার মধ্যে দিয়ে আমরা চূড়ান্ত ভাবে রক্ষাপ্রাপ্ত হই (১ম পিতর ৩:২১)। খুব সহজ ভাষায় যীশুও এ কথাটি বলেছেন "...কারণ আমি জীবিত আছি, এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে" (যোহন ১৪:১৯)। প্রেরিত পৌলও একইভাবে বলেছেন "...তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর দ্বারা সম্মিলিত হইলাম ... নিশ্চয় তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব" (রোমীয় ৫:১০)। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে যীশুর মৃত্যু ও দুঃখ-কষ্ট ভোগে সহভাগী হবার দ্বারা আমরা তাঁর সাথে জীবন চলার পথের সঙ্গী হই, যেন আমরা নিশ্চিত তাঁর

গৌরবময় পুনরুত্থানেরও সঙ্গী হই (২য় তীমথিয় ২:১১-১২; ২য় করিন্থীয় ৪:১০,১১,১৪ পদ; ফিলিপীয় ৩:১০-১১ পদটি গালাতীয় ৬:১৪ পদটির মতই)

লূক ৩:১২ পদ বলে, "আর করগ্রাহীরাও বাপ্তাইজিত হইতে আসিল, এবং তাঁহাকে কহিল, গুরু, আমাদের কি করিতে হইবে ?" এখানে একটি সমান্তরাল বিষয় উঠে এসেছে, তা হচ্ছে, বাপ্তিস্ম গ্রহণের আকাংক্ষা বা ইচ্ছা এবং সেই সাথে বাপ্তিস্ম নেবার পরবর্তী জীবন কেমন হবে বা কি কাজ করতে হবে তা বুঝতে চেষ্টা করা। বাপ্তিস্মের প্রক্রিয়াটি আমাদেরকে ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহের ক্ষমা ও উদ্ধারের সীমানাভুক্ত করে এবং খ্রীষ্টের সাথেও আমাদের আসল সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাপ্তিস্ম নেবার পর একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকবার ও খ্রীষ্টের জন্য কোন কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকার আর সুযোগ থাকে না।

পরিত্রাণের জন্য বাপ্তিস্ম সবথেকে বড় বিষয়

বাপ্তিস্ম নেবার পর আমাদের উচিত চেষ্টা করা যেন পাপ কাজ না করি, কারণ আমরা জানি যে বাপ্তিস্ম দ্বারা আমরা পাপ সম্বন্ধে মৃত্যুবরণ করি (রোমীয় ৬:২)। এটা বাপ্তিস্ম এর একটি বাস্তব প্রয়োগ। আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ (এমনকি যারা সঠিকভাবে বাপ্তিস্ম নেয়নি) করেছি তাদের এই জগতের কোন আশা নেই এবং আমরা চেষ্টা করব যেন তারা সকলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে। বাপ্তিস্মের জীবন কখনই বসে থাকেনা ; ঈশ্বরের কাজের জন্য এই জীবন সব সময় দায়িত্ব পালন করে চলে (১ম পিতর ১:১৭-১৯)।

খ্রীষ্টের নাম বহন করা

খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম নেবার সব থেকে বিস্ময়কর বিষয়টি হচ্ছে, আদি মন্ডলীর খ্রীষ্টিয় ভ্রাতা-ভগ্নীদের মত খ্রীষ্টের নামের জন্য দুঃখ-কষ্ট-অপমান সহ্য করার মধ্যে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতা লাভ করা (মথি ১০:২৪-২৫)। এতটুকু জানাই আমাদের জন্য যথেষ্ট যে, আমাদের প্রভু যীশু কত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। আমরা যতবেশি করে বাইবেল পড়ব ততবেশি করে সেই দুঃখ-কষ্ট ভোগের প্রকৃতি ও গভীরতা উপলব্ধি করতে পারব এবং আমাদের জীবনে এর সম্পর্ক কি তা বুঝতে পারব।

নিজের মত একে অন্যকে ভালোবাসা

পৌল যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, বাপ্তিস্মের দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের দেহ হয়েছি ; এ কারণে কেউই তার নিজ দেহকে অবহেলা করতে পারে না। সে নিজেই দেহকে খাঁওয়ায় ও যত্ন করে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, ঈশ্বরও আমাদের প্রতি এমন যত্ন নেন (ইফিষীয় ৫:২৯-৩০)। বরং এর অর্থ এই যে, এখন আমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের আত্ম-সম্মান ও ভালোবাসা (যে ধরণের ভালোবাসা ঈশ্বর দিয়েছেন, তা নিজেদের জন্য ও অন্য সকলের জন্য দেওয়া) বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়া। কারণ আমরা আমাদেরকে খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে বিবেচনা করলে আমরা আর কখনই এই দেহকে বা জীবনকে অবহেলা করতে পারি না, কখনই আমরা এর জন্য মংগল চিন্তা না করে পারিনা। নিজেদের জীবন ও পাপের অন্য সকলের জীবনও তখন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এবং এভাবেই আমরা নিজের ও অন্যের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা দেখাতে বিশ্বস্ত হতে পারব।

খ্রীষ্টেতে এক মানুষ

খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম নেবার কারণে খ্রীষ্টের জন্য সকল সত্য আমাদের জন্যও সমানভাবে সত্য হয়েছে। আমাদের সকলকে এক হবার চেষ্টা করতে হবে, কারণ আমরা সকলে খ্রীষ্টেতে এক (গালাতীয় ৩:২৮)। আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান (গালাতীয় ৩:২৬) হয়েছি ঈশ্বরের পুত্রের নামে বাপ্তিস্ম নেওয়ার মাধ্যমে। আর এ কারণেই পৌল এই যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, ঠিক যীশু খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের "দায়াধিকার বা উত্তরাধিকার" তিনিই "সর্বস্বের স্বামী বা প্রভু" "তেমনি আমরাও" আগে অনেকদিন ব্যবস্থা বা পুরাতন আইন-কানুনের অধীন ছিলাম (গালাতীয় ৪:১-৩)। আমাদের খ্রীষ্টের

সাথে একতার মৌলিক ভিত্তিটি হচ্ছে যে, যীশু খ্রীষ্ট মাত্র একজনই আছেন এবং তাঁর মাধ্যমে আসার মধ্যে দিয়ে আমরা ঐ একজন মানুষের জীবণাচরনকেই তার মত করে অনুকরন করব আমাদের জীবনে। বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদের মাঝে পারস্পরিক একতার মূল বিষয়টি হচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে খ্রীষ্টের সাক্ষী হওয়া এবং সকল মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা–যে সত্যের সবটুকুই খাঁটি ও যুক্তি সংগত। খ্রীষ্টাডেলফিয়ান হিসাবে দীর্ঘ ২০ বছর আমি আমার সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে আমাদের সমাজের ভেতরে এই কাজটি করে বুঝতে পেরেছি যে, এটাই একমাত্র সত্য।

ব্যক্তিগত সাক্ষ্য

০১. ছোট বেলায় আমি এক ক্যাথলিক চার্চে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলাম। কিন্তু সবসময় আমার কাছে মনে হত, এর কোন অর্থ হয় না ... মানে, একজন ছোট অবুঝ শিশুকে মাথায় জল ছিটিয়ে দিয়ে বাপ্তিস্ম দিলে সে কি কিছু বুঝতে পারে ? আমি সব সময় অনুভব করতাম ঈশ্বর আমাদেরকে চান, আমাদের হৃদয়টা চান, তিনি চান যেন আমরা সর্বাপ্তকরণে তাঁর কাজের জন্য সাড়া দান করি, ছোট শিশু হিসাবে আমাদের ওপর যে নিছক ধর্মানুষ্ঠানটি করা সে কারণে আমাদেরকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে ডাকা হোক সেটা বড় বিষয় নয়। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রকৃত সহভাগী হবার জন্য আমাদের উচিত সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর তা শুধু এভাবেই সম্ভব হতে পারে যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের গোটা জীবনের জন্য তাকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমাকে কেউ জোর করে বা আমি বুঝলাম না ঠিকমত অথচ আমাকে কাজ করাতে বাধ্য করানো- তেমনটি হওয়া উচিত নয়।

ফলে আমি বহু বছর আগে থাকতেই ক্যাথলিক চার্চে যাওয়া বাদ দিয়েছিলাম। এবং অনেক বছর যাবৎ নামমাত্র কোন রকমে ধর্মকর্মের সাথে সংযুক্ত ছিলাম। একদিন স্থানীয় এক খবরের কাগজে একটা ছোট বিজ্ঞাপন দেখলাম। যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের বিনামূল্যে দেওয়া একটি বই পড়ার জন্য। বইটির নাম বাইবেল বেসিকস্ বা বাইবেলের ভিত্তি। ঐ বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এরা এমন একটি খ্রিষ্টিয়ান দল যাদের কোন পালক পুরোহিত নাই, কোন মতবাদ নাই। বিজ্ঞাপনে ঠিক এভাবে লেখা ছিল, "পুরোহিত বিহীন ধর্ম"। ঠিক এই কথাটিই আমাকে আকর্ষণ করল। বইটি পাবার জন্য লিখলাম ওদের কাছে। বইটি মন দিয়ে পড়লাম এবং বুঝতে পারলাম, এখানে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলিই আসল সত্য, কারণ সেগুলির সবই বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। এরপর আমি খুব স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমার বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত। এছাড়া ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সহভাগীতা লাভ করার ও যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে অনন্তজীবন লাভের আর কোন আশা নেই। ডানকান, মার্টিন ও সারা এই তিনজন খ্রীষ্টাডেলফিয়ান আমার শহরের ওপর দিয়ে যাওয়ায় আমি ওদের সাথে দেখা করলাম। আমরা দীর্ঘ সময় আলাপ করলাম, কিন্তু তারা এখন আমাকে বাপ্তিস্ম দিতে রাজি হলেন না। আমি খুবই অবাক হলাম এজন্য যে তারা আমাকে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য কোন তাড়াহুড়া করলেন না কিংবা কখনই বাপ্তিস্ম নেবার জন্য কোন টাকা-পয়সা নেবার অনুরোধ করেননি। তারা চলে যাবার পর আস্তে আস্তে আমি অনুভব করলাম যে, আমার বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত। সময়টা শীতকাল ছিল এবং আমাদের এখানকার শীত প্রচন্ড ঠান্ডা। আমি ভাবতে পারছিলাম না ঠিক কোথায় বাপ্তিস্ম নেওয়া যায়। আমাদের বাড়ী থেকে একটু কাছেই হাটা পথে এগিয়ে গেলে ছোট একটা লেক আছে , এর জলটা নোংরা। মাঝে মাঝে আমি আমার পোষা কুকুরটা নিয়ে ওখানে হাটতে যেতাম। লেকের জল নোংরা হওয়া সত্ত্বেও আমি ওখানেই বাপ্তিস্ম নিতে রাজি ছিলাম। এছাড়াও আমাদের ঘরের বড় বাথ ট্যাবটা ধূয়ে মুছে প্রস্তুত করে রাখলাম, যাতে প্রয়োজন হলে এখানেও বাপ্তিস্ম নেওয়া যায়। এরপর আমি খ্রীষ্টাডেলফিয়ান ঐ তিন ভাইকে আসতে লিখলাম। বাপ্তিস্ম নেবার ব্যাপারটা এত জরুরী অনুভব করছিলাম যে, তাদেরকে লিখছিলাম, তারা না আসতে পারলে আমি নিজে নিজেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করব। কিছুদিন পরে তাদের একজন এলেন এবং বাথট্যাবে বাপ্তিস্ম নিতে কোন অসুবিধা না হওয়ায় আমাকে এতেই বাপ্তিস্ম দেওয়া হল। আমার সমস্ত শরীরসহ মাথাটা যখন সম্পূর্ণ জলের নীচে ডুবে গেল তখন এমন এক অনুভূতি হল, যেন আমি যীশু খ্রীষ্টের সাথে মৃত্যুবরণ করছি এবং যখন আস্তে আস্তে জলের নীচ থেকে ওপরের দিকে উঠে এলাম তখন মনে হল, আমি যেন তাঁর সাথেই নতুন এক জীবনে পুনরুত্থিত হলাম। এই ঘটনাটি বেশ কয়েক বছর আগের এবং আমি জনতাম বাইবেলে বর্ণিত সমস্ত সুসমাচার একেবারে সত্য ঘটনা।

০২. আমাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া বেশ কঠিন কাজ ছিল। আমি তখন ছোট এক গ্রামে থাকতাম, যেখানে খাবার জলের জন্য একটি মাত্র জলের কুয়া ছিল। আমাদের এ লাকার শীতকালটা ছিল বেশ লম্বা। খোলা সব জলই জমে বরফ হয়ে আছে। "বাইবেলের ভিত্তি" বইটা পড়া শেষ করেছি এবং ভাবছিলাম আমার খুব তাড়াতাড়ি বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত। খুব আশ্চর্য্য হলাম যখন জানলাম কয়েকজন খ্রীষ্টাডেলফিয়ান ভাই আমার বাড়ীতে আসতে চায়, আমাকে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য। তারা সাথে করে নিয়ে এলেন বড়সর ধরণের ছোট বাচ্চাদের স্নান করবার একটা প্লাষ্টিকের ট্যাব। কুয়া থেকে বালতিতে করে জল তুলে তুলে সেটা ভরলাম। কিন্তু ট্যাবে ছোট একটা ফুটা থাকায় সারা ঘর জলে ভরে যেতে লাগল, তবুও আমি জোড় করেই তাতে বাপ্তিস্ম নিলাম। অবস্থা দেখে আমার ছেলেমেয়েরা ও ওদের বাবা হাসছিল, কিন্তু তাতে আমি কিছুই মনে করলাম না। কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম নেওয়া ছাড়া পরিত্রাণ পাবার আর কোন উপায় নাই। অথবা যীশুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবার আর কোন পথ নাই। এ কারণে আমি বাপ্তিস্ম নেবার জন্য যে কোন প্রস্তুতি নিতে রাজী ছিলাম এবং এজন্য ঈশ্বর যা চাইবেন সেটাই করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। এই কাজের জন্য আমি কখনই দুঃখ অনুভব করিনি।

আমি জানি, যা করেছি সঠিক ভাবেই করেছি। এখন আমি যীশুর সঙ্গে সঙ্গে আছি এবং যখন তিনি আবার এ জগতে ফিরে আসবেন তখন অবশ্যই তাঁর সাথে অনন্ত জীবন যাপন করার সুযোগ পাবো। এই বাপ্তিস্মই আমার জীবন আমুল পরিবর্তন করে দিয়েছে, আর এই বাপ্তিস্ম ছাড়া জীবনের সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ত।

বাইবেল শিক্ষা দেয়

- বাইবেল ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য -
  ২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭: ২য় পিতর ১:১৯-২১
- একজন মাত্র পিতা, ঈশ্বর আছেন -
  যিশাইয় ৪৪:৬; ৪৬:৯-১০; ইফিষীয় ৪:৬; মথি ৬:৯
- পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের একটি শক্তি -
  গীতসংহিতা ১০৪:৩০; ইয়োব ২৬:১৩; লূক ১:৩৫
- পাপের কারণেই মানুষ মরণশীল -
  আদিপুস্তক ২:১৭; ৩:১৭-১৯; রোমীয় ৫:১২; ১ম করিন্থীয় ১৫:২২
- আমাদের স্বাভাবিক বা জন্মগত প্রকৃতির কারণেই আমরা পাপ করি -
  মার্ক ৭:১৮-২৩; যাকোব ১:১৩-১৫; রোমীয় ৭:১৪-১৫
- মৃত্যু আসলে চেতনাবিহীন বা অবচেতনশীল একটা অবস্থা - *গীতসংহিতা ৬ঃ৫; ১৪৬ঃ২-৪; ১১৫ঃ১৭; উপদেশক ৯:৫; যিশাইয় ৩৮:১৮-১৯; প্রেরিত ২:২৯*
- যারা সুসমাচার বোঝে, এতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ও যীশু খ্রীষ্টতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে কেবল তারাই পরিত্রাণ পায় - *মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬*
- "ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম সম্পর্কে যে সুখবর তাকেই" সুসমাচার বলা হয় - *প্রেরিত ৮:১২*
- পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন -
  প্রেরিত ২:৩৮, ২২:১৬
- যীশু আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন -
  প্রেরিত ১:১০-১১; ১ম থিষলনীকীয় ১:১০; ২:১৯; প্রকাশিত বাক্য ২২:১২
- যীশু ফিরে আসবার পর সকলের পুনরুত্থান ও বিচার হবে -
  ১ম করিন্থীয় ১৫:২১-২৩; দানিয়েল ১২:২-৩; যোহন ৫:২৮-২৯; ১১:২৪; ২য় তীমথিয় ৪:১; রোমীয় ১৪:১০-১২
- যারা বিশ্বাসে খাঁটি বা বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ান তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে অমরণশীলতা দান করা হবে - *১ম করিন্থীয় ১৫:৫২-৫৪; দানিয়েল ২:৪৪; লূক ২০:৩৫-৩৬*
- যীশু এই পৃথিবীর উপরেই তার রাজ্য স্থাপন করবেন -
  মথি ৬:৯-১০; ২৫:৩৪; দানিয়েল ২:৪৪; প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫
- পৃথিবীর উপরে যিরুশালেম নগরই হবে ঈশ্বরের রাজ্যের রাজধানী -
  যিরমিয় ৩:১৭; মথি ৫:৩৫; সখরিয় ১৪:১৭।
- আব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা -
  আদিপুস্তক ১২:১-৩; ১৩:১৪-১৭; গালাতীয় ৩:১৬, ২৬-২৯ পদ, লূক ১৩:২৮

- দায়ূদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা - *২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬; যিরমিয় ২৩:৫-৬, লূক ১:৩১-৩৩; প্রেরিত ১৩:২২-২৩; প্রকাশিত বাক্য ৫:৫; ২২:১৬*
- সারা বিশ্বের ইস্রায়েল জাতীকে একজায়গায় একত্রিত করা হবে - *যিরমিয় ৩০:১০-১১; ৩১:১০; সখরিয় ৮:৭-৮; যিহিষ্কেল ৩৮:৮, ১২পদ; রোমীয় ১১:২৫-২৭।*
- ঈশ্বরের রাজ্যের গৌরব-মহিমা হবে - *গীতসংহিতা ৭২; যিশাইয় ৩৫ অধ্যায়; ১১ অধ্যায়; ২ অধ্যায়; সখরিয় ১৪:৯*

প্রশ্নাবলী বাপ্তিস্ম

১। প্রকৃত বাপ্তিস্ম কখন গ্রহণ করা সম্ভব ?

২। যোহন ৪:২২ পদ অনুযায়ী যিহূদীদের মধ্যে হইতেই পরিত্রাণ এ কথার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ?

৩। আমরা কিভাবে সেই অব্রাহামের বংশের অন্তভূক্ত হতে পারি ?

৪। শুধু কি সুসমাচারে বিশ্বাস আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে ? তার জন্য কি প্রয়োজন ?

৫। যোহন ৩:৫ পদ অনুযায়ী যীশু সত্য সত্য আমাদের কি বলেছেন ?

৬। বাপ্তিস্ম গ্রহণ ছাড়া কি আমরা কখনই কি খ্রীষ্টেতে সংযুক্ত হতে পারি ?

৭। প্রেরিত ১৬:৩৩ পদ অনুযায়ী কারারক্ষক সেই দন্ডেই কি করলো ?

৮। রোমীয় ১০:১৭ ও প্রেরিত ১৭:১১ পদ অনুযায়ী প্রকৃত বিশ্বাস কিভাবে জন্ম লাভ করে?

৯। প্রেরিত ৮:২৬-৪০ পদে ইথিওপীয় বড় রাজ কর্মকর্তার সাথে ফিলিপ দেখা করে কি করলেন ?

১০। শেষ পর্যন্ত ইথিওপীয় বড় রাজ কর্মকর্তা মরুভূমির পথে কি সিদ্ধান্ত নিলেন ?

১১। বাপ্তিস্ম কোন রাজ্যের পথে পথ চলার প্রতিযোগীতার সূচনা পর্ব ?

১২। আসলে বাপ্তিস্ম আমাদেরকে কিরূপ জীবন যাপনের সাথে যুক্ত করে ?

১৩। শিশুদের মাথায় জল ছিটিয়ে বাপ্তিস্ম দেওয়া ও বাইবেলে বাপ্তিস্মের যে আবশ্যকতা তার মধ্যে কি মিল রয়েছে ?

১৪। গ্রীক শব্দ Baptizo বা বাপ্তাইজো এর অর্থ কি ?

১৫। মথি ৩:১৩ - ১৬ পদে কি যীশুকে জল ছিটিয়ে বাপ্তিস্ম দেওয়া হলো ?

১৬। যীশু কেন জলে ডুবে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন ?

১৭। প্রেরিত ৮:৩৭ - ৩৮ পদ পড়লে সেখানে ফিলিপ ও নপুংসক কোথায় নামলেন এবং কে কাকে বাপ্তিস্ম দিলেন ?

১৮। সম্পূর্ণ জলে নিমজ্জিত হলে বাপ্তিস্ম কি অর্থ প্রকাশ করে ?

১৯। বাপ্তিস্ম বড় একটি উদ্দেশ্য কি ? এই উদ্দেশ্য সাধন কি জল ছিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব ?

২০। পুরাতন নিয়মে জলে ধোয়ার মাধ্যমে পাপ মোচনের ক্ষেত্রে দুই একটি উদাহরন কি দিতে পারেন ?

২১। খ্রীষ্টের সাথে মৃত্যুতে সাথী হওয়া এবং আমাদের পূর্বের পাপ জীবন ও ভুল ত্রুটির প্রতিকী মৃত্যুকে কিসের দ্বারা প্রকাশ করা যায় ?

২২। জল থেকে উঠে আসার কি প্রতিকী অর্থ ?

২৩। কিভাবে আমরা আত্মিকভাবে পাপের ওপর বিজয়ী জীবন যাপনের সৌভাগ্য অর্জন করি?

২৪। খ্রীষ্টের সাথে পুরাতন ও পাপজীবনের মৃতুও পুনরুত্থানের মাধ্যমে নতুন জীবনের পথে চলার এই প্রতিকী অনুষ্ঠান কি কখনই জল মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বাপ্তিস্ম নেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব ?

২৫। আমাদের মাংসিক স্বভাবে ক্রুশারোপনের চলমান প্রক্রিয়াটি কিভাবে শুরু হয় ?

২৬। ক্রুশারোপনের পবিত্র রক্ত দ্বারাই আমাদের জন্য কে শান্তি নিয়ে এসেছেন ?

২৭। যোহন ১৪:১৯ পদ অনুযায়ী কোন্ কথার দ্বারা আমরা বুঝি যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হই ?

২৮। বাপ্তিস্মের জীবন কখনই বসে থাকেনা, কেন ?

২৯। আমরা বেশী করে বাইবেল পড়লে খ্রীষ্টের কি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবো ?

৩০। বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত বিশ্বাসীদের মাঝে পারস্পরিক একতার মূল বিষয়টি কি ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

Baptism

Bible Basics Leaflet 1

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA England.